দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

বিদ্যালয়ে না গিয়েও বেতন তুলছেন প্রধান শিক্ষক!

■ রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) সংবাদদাতা

বিদ্যালয় না এসেও সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সকল সুযোগ-সুবিধাসহ প্রতিমাসে বেতন-ভাতা নিচ্ছেন রায়পুর উপজেলার পূর্ব চরকাচিয়া এসকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু বকর সিদ্দিক। শুধু তাই নয় অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে।

তিনি উপজেলা শিক্ষক সমিতির নেতা হওয়ায় ঠিকমতো বিদ্যালয়ে না এসে বাইরে থেকে দালালি ও তদবির নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। শ্রেণিকক্ষে কখনো পাঠদান করেননি তিনি। স্কুল শিক্ষকের এ রমক কর্মকাণ্ডে ফুসে উঠেছে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও স্থানীয় লোকজন। এদিকে তার এসব অনিয়ম দুর্নীতির প্রতিকার চেয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ করেছেন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও অভিভাবকসহ এলাকাবাসী।

পরিচালনা কমিটির সভাপতি ছেরাজুল হক বেপারী, এলাকাবাসী ও অভিভাবকদের লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, আবু বকর সিদ্দিক ১৯৯১ সালে পূর্ব চরকাচিয়া এসকে রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্কুলটিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এ অনুযায়ী সরকারি সকল সুযোগ-সুবিধা নিয়েও স্কুলে আসেন না প্রধান শিক্ষক আবু বকর সিদ্দিক।

সহকারী শিক্ষকদের মাধ্যমে বাড়িতে হাজিরা খাতা নিয়ে স্বাক্ষর দেন। ওই অনুযায়ী তিনি স্কুলে উপস্থিত রয়েছেন। কিন্তু গত এক যুগের মধ্যে দুই মাসও স্কুলে আসেননি তিনি। প্রধান শিক্ষক না আসায় অন্য শিক্ষকরাও দেরিতে আসায় স্কুলে কোনো লেখাপড়া হয় না। তিনি স্কুলে না এসে পল্লী বিদ্যুৎ ও শিক্ষক বদলিসহ বিভিন্ন স্থানে দালালি করে বেড়াচ্ছেন। তবে প্রধান শিক্ষক আবু বকর সিদ্দিক জানান, একটি মহল তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিল্পী রানী রায় ও সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নোমান বলেন, অভিযোগগুলো তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে বলা হয়েছে।